শায়খ মনযুর নুমানী রহ.

কাদিয়ানী মতবাদ
বোঝার সহজ উপায়

অনুবাদ

উস্তায তানজীল আরেফীন আদনান

শায়খ মনযুর নুমানী রহ.

কাদিয়ানী মতবাদ বোঝার সহজ উপায়

শায়খ মনযুর নুমানী রহ.

সম্পাদনা

শায়খ ইউসুফ ওবায়দী

উস্তায, মারকাযুল কুরআন, ঢাকা।

অনুবাদ

উস্তায তানজীল আরেফীন আদনান

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বানিয়েছেন। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই প্রিয়তম রাসূলের ওপর, যাঁর প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এভাবে করেছেন :

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿٤﴾

'আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।'[১]

মুমিন-মাত্রই এ কথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে নবুওয়াতের সিলসিলা বন্ধ করেছেন। কিন্তু মির্জা গোলাম আহমদ নামক এক দুর্ভাগা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে খতমে নবুওয়াতের মতো স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে বিকৃতি সাধন করে নিজেকে কখনো নবী বলে দাবি করেছে, আবার ছায়া-নবী হিসেবে দাবি করেছে; আবার কখনো প্রতিশ্রুত মাসীহ হিসেবেও নিজেকে পরিচয় দিয়েছে!

সম্প্রতি বাংলাদেশেও এরা বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, বিশেষ করে

---

১. সূরা কলম : ৪

জামালপুর ও উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু এলাকায় এরা ধর্মপ্রাণ সরল মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে কাদিয়ানী বানিয়ে ফেলছে। সরেজমিনে না গিয়ে বোঝা যাবে না যে, পরিস্থিতি কতটা ভয়ংকর! এসব এলাকায় প্রচুর দাওয়াতী মেহনত হওয়া দরকার। আগে যাও অল্প-স্বল্প হতো, পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন কারণে তাও এখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম। আল্লাহ তাআলা দাওয়াতের ময়দানের সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে দিন। আমীন।

গ্রন্থটির লেখক শায়খ মনযুর নুমানী রহ.-কে আলাদাভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ও মহিরুহ ছিলেন। তাঁর লেখনী দ্বারা যুগ যুগ ধরে মুসলিম উম্মাহ উপকৃত হয়েই যাচ্ছে—তাঁর বিভিন্ন কিতাব একাধিক ভাষায় অনূদিত হওয়া যেন এ কথারই সাক্ষ্য বহন করছে। মূল কিতাবটির নাম *কাদিয়ানীয়াত পর গওর কারনে কা সিধা রাস্তা।* লেখক রিসালাটিতে মির্জা কাদিয়ানীর নবী না হওয়ার ওপর চারটি যুক্তি পেশ করেছেন; আর তা খোদ মির্জা-রচিত কিতাব থেকেই। আর এটা পড়ার পর ন্যূনতম বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিও বুঝতে পারবেন, যুগ যুগ ধরে নবী-প্রেমী মুসলিম উম্মাহ কেন কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা দেয়ার জন্য নিজেদের জানকে বিলীন করে দিচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা সে সমস্ত নবী-প্রেমিকের আত্মত্যাগকে কবুল করুন।

বইটি সম্পাদনা ও তাহকীক-তাখরীজ করে আরও চমৎকার করে তুলেছেন প্রখ্যাত হাদীস-বিশারদ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ-এর সোহবতপ্রাপ্ত মুহতারাম শায়খ ইউসুফ ওবায়দী হাফি.। আল্লাহ তাঁর ইলম-আমলে আরও বারাকাহ দান করুন। আমীন।

কৃতজ্ঞতা আদায় করছি উমেদ প্রকাশের প্রকাশক মুহাম্মাদ হোসাইন ভাইয়ের। তিনি চমৎকার এই রিসালাটি অনুবাদ করার জন্য আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন। আসলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

সাথে সম্পর্কিত যেকোনো কাজে শরীক থাকা বড় ভাগ্যের ব্যাপার। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি পাঠকের কাছে বইটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে। তবুও বলতে হয়, মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই ভুলচুক নজরে এলে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল। পরবর্তী সময়ে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা বইটির লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও এর পেছনে যারাই শ্রম দিয়েছেন তাদের সবাইকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন। সবার ভাগ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ তানজীল আরেফীন আদনান
মঙ্গলবার, ৭ই রজব, ১৪৪৩ হিজরী
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

লেখকের ভূমিকা

১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে কানপুরে এক মজলিসে কাদিয়ানীদের ব্যাপারে অধমের আলোচনা করার সুযোগ হয়। যেখানে আমি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পরিচয় এবং কাদিয়ানীদের প্রতারণা বোঝার সহজ কিছু পন্থা বলেছিলাম, যাতে সাধারণ লোকও তাদের প্রতারণা সহজেই বুঝতে পারে। পরে যখন এই বক্তব্যগুলো *মাসিক আল-ফুরকানে* ছাপা হয় তখন এটাকে স্বতন্ত্র কিতাব আকারে প্রকাশ করার জন্য প্রচুর চিঠিপত্র আসতে থাকে। মুম্বাইয়ের একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকেও এর জোর আবদার জানানো হয় এবং তাদের সেক্রেটারি সাহেবও বারবার চিঠি পাঠাতে থাকেন। আল্লাহ্ তাআলা তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। মূলত তাদের এমন ধারাবাহিক আবদারের কারণেই এ কাজে অগ্রসর হই; অন্যথায় এর কোনো ইচ্ছা ছিল না। অবশেষে এটি কিতাব আকারে প্রকাশ পাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা তাঁর বান্দাদের উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

কিতাবটি পড়ার সময় পাঠকদের একটি বিষয় লক্ষ রাখা চাই, এটি মূলত *মাসিক আল-ফুরকানে* প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ—এটাকেই এখন হুবহু মলাটবদ্ধ করে আপনাদের সামনে পেশ করা হয়েছে। এই কিতাবের

কোথাও কোথাও পাঠক কাদিয়ানীদের ব্যাপারে বেশ কঠোর কিছু মন্তব্য দেখতে পাবেন, যা তাদের কাছে অনুচিত ও বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু অধম এই ব্যাপারে কোনো কারণ দর্শানোর প্রয়োজন বোধ করছি না। কারণ, যে ব্যক্তি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার অনুসারীদের চরম ভ্রান্তি ও ধোঁকাবাজির ব্যাপারে আমার মতো জানতে পারবে, সেও তাদের ব্যাপারে এমন কঠোরতা প্রকাশ করতে বাধ্য হবে। তখন অন্যদের উচিত তাকেও আমার মতো এ ক্ষেত্রে বাধ্য ও অপারগ ধরে নেয়া।

মুহাম্মাদ মনযুর নুমানী

জিলকদ, ১৩৭২ হিজরী

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে কানপুর থেকে এক যুবক আমার কাছে এসে বলল, তার কিছু আত্মীয় কাদিয়ানী এবং তারা অন্যান্য আত্মীয়দেরও কাদিয়ানী বানানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে অন্যদেরও গোমরাহ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সে আবদার করে, আমি যেন তার সাথে গিয়ে তাদের বোঝাই। তখন আমি তাকে বলি, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো, যখন কেউ অন্য কোনো মতাদর্শ বা ধর্ম গ্রহণ করে নেয় এবং সবার মাঝেই তাদের এ ব্যাপারটি প্রচার হয়ে যায়, তখন তারা আর সত্যের ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু হয় না। আর কোনো ব্যাপারে ইনসাফ ও সততার সাথে ভাবতেও পারে না; বরং তাদের অবস্থা এমন হয় যে, তাদের মতাদর্শের বিপরীত যত স্পষ্ট দলিলই পেশ করা হোক না কেন, এতে তারা সামান্যতম প্রভাবান্বিত হয় না। উল্টো তাদের ভ্রান্ত মতের ওপরেই অটল-অবিচল থেকে যায়। সুতরাং যারা কাদিয়ানী হয়েই গিয়েছে, তারা আমার কথা শুনবে এবং হকের পথে ফিরে আসবে, এমন কোনো আশা আমি করি না। তবে যারা এখনো কাদিয়ানী হয়নি; বরং দোদুল্যমান অবস্থায় আছে, তাদের সাথে কথা বললে উপকার হবে ইনশাআল্লাহ। অবশেষে আমি তার সাথে কানপুর গিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি ঘরোয়া মজলিসে—যাতে

উপস্থিত লোকের সংখ্যা দশ-বারো জন হবে—কাদিয়ানীদের বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাই। আমি ভাবলাম, এই সুযোগে সবার সামনে কাদিয়ানীদের ব্যাপারে কিছু মৌলিক আলোচনা এবং তাদের চেনার কিছু সহজ-সরল পথ বলে দেয়া উত্তম হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর রচিত তিন-চারটি কিতাব সাথে রাখা যথেষ্ট মনে করে নিজের সাথে নিয়ে নিলাম।

উক্ত মজলিসে আমি যে আলোচনা করেছিলাম তা বহছ-বিতর্কের মতো ছিল না, আবার ওয়াজের মতোও ছিল না; বরং তা ঘরোয়া মজলিসে কথাবার্তার মতো ছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল কেবল যারা কাদিয়ানীদের ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু মনে জানতে চায়, এদের ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করতে চায়, তাদের সামনে যেন সহজ-সরল পথ খুলে যায়।

আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ এই যে, যে ব্যক্তি সত্য সত্যই কাদিয়ানীদের ব্যাপারে জানতে ইচ্ছুক থাকে, আল্লাহ তাআলা তার সামনে কাদিয়ানীদের গোমরাহী ও সত্য উন্মোচন করে দেন। এর জন্য অনেক ইলম থাকা জরুরি নয় এবং অনেক মেধাবী হওয়াও আবশ্যক নয়; বরং অতি সাধারণ লোকও যদি তাদের ভ্রান্তির ব্যাপারে জানতে আগ্রহী থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে সে সব বুঝতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

বিভিন্ন পত্রের মাধ্যমে আমার কাছে সংবাদ আসছিল যে, দেশভাগের পর এমনকি এরও আগ থেকে হিন্দুস্তানে কাদিয়ানীদের অপতৎপরতা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইদানীং এরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই আমার কাছে উক্ত ঘরোয়া মজলিসের আলোচনাগুলো মলাটবদ্ধ হয়ে সবার জন্য প্রকাশ হয়ে যাওয়াই উত্তম মনে হলো। যাতে কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত মতবাদ সহজেই বোঝা যায় এবং তাদের এই নব্য ধর্মের ব্যাপারে অতি সাধারণ লোকেরও চক্ষু খুলে যায়।

যদিও প্রফেসর ইলিয়াস বেরুনী রহ.—আল্লাহ্ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন—কাদিয়ানীদের ব্যাপারে বিস্তারিত কিতাব লিখেছেন।[২] তাই এদের ব্যাপারে নতুন করে লেখালেখির প্রয়োজন বোধ করছি না। তবুও ঘরোয়া মজলিসের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাগুলো সাধারণ লোকদের জন্য অনেক উপকারী হওয়ায় তা প্রকাশ করাই উত্তম মনে হলো। ইনশাআল্লাহ, এর দলিলের আলোকচ্ছটায় প্রত্যেক ব্যক্তি অনুধাবন করতে পারবে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী বা প্রতিশ্রুত মাসীহ হিসেবে মানা কিংবা কাদিয়ানী-ধর্মের অনুসারী হওয়া দ্বীন ও শরীয়তের দিক দিয়েও যেমন গোমরাহীর কারণ, তেমনইভাবে মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাস ও আকলের দিক দিয়েও কতটা ভ্রান্ত ও অসার!

দ্বীনের পূর্ণতা ও খতমে নবুওয়াত

এই আলোচনার শুরুতে আমি দ্বীনের পূর্ণতা ও খতমে নবুওয়াতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কিছু আলোচনা করেছিলাম। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি।

আলোচনার শুরুতে আমি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে দ্বীনের পূর্ণতা এবং দ্বীনের হেফাজতের ব্যাপারে কুরআনুল কারীমের বর্ণনা ও ইতিহাসের পাতা থেকে জ্বলন্ত কিছু সাক্ষ্য উপস্থাপন করার পর এ ব্যাপারে আলোকপাত করেছিলাম যে, কুরআনুল কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এ দুই ব্যাপারে ঘোষণা দেয়ার পর এটাও ঘোষণা দিয়েছেন যে, চিরদিনের জন্য নবুওয়াতের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গিয়েছে। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

---

২. প্রফেসর ইলিয়াস বেরুনী রহ. রচিত কিতাবটির নাম *কাদিয়ানী মাযহাব কা ইলমী মুহাসাবা।*

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম।'[৩]

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, দ্বীন পরিপূর্ণ এবং এতে কোনো ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধনের প্রয়োজন নেই।

আবার আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

'আর আমিই তার হেফাজতকারী।'[৪]

এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে হেফাজত করবেন।

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবীদের প্রেরণ করেছেন দ্বীনের হেফাজতের জন্যই। আর আল্লাহ তাআলা যেহেতু দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনকে বিলুপ্তির হাত থেকে তিনিই রক্ষা করবেন, তাহলে নতুন নবী আসার প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

এরপর আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে স্বীয় বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ নবী হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অসংখ্য হাদীসের মধ্যে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন, নবুওয়াতের এই পবিত্র ধারা আমার ওপরেই শেষ হয়েছে এবং আমার পর আর কোনো নতুন নবী আসবে না। এরপর থেকেই কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর

---

৩. সূরা মায়েদা : ৩

৪. সূরা হিজর : ৯

তনুমন এটাই বিশ্বাস করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোনো নবী আসবেন না। এবং কেউ যদি নবুওয়াতের দাবি করে, তার এই মিথ্যা দাবিকেও তারা কোনো পাত্তা দেয় না। কারণ, ফিরআউন-নমরুদের মতো মিথ্যা খোদায়ীর দাবিদাররা যেরূপ মিথ্যুক-ধোঁকাবাজ, যুগে যুগে যারাই নবুওয়াতের দাবি করেছে তারাও সেরূপ মিথ্যুক ও শঠ ছাড়া আর কিছুই নয়।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর প্রতারণা

উক্ত মজলিসে অল্পসংখ্যক কাদিয়ানীও উপস্থিত ছিল। আমি তাদের উদ্দেশ্য করে বললাম,

'আপনারা আমার বক্তব্য দ্বারা বুঝতে পেরেছেন যে, খতমে নবুওয়াত বা নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি আমাদের ঈমান ও আকীদার অন্যতম একটি অংশ। তবে আমি যদি এক মুহূর্তের জন্য ধরে নিই যে, নবুওয়াতের সমাপ্তি ঘটেনি; বরং এখনো নবীগণের আগমনের পবিত্র এ ধারা চালু রয়েছে, তবুও মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মতো ধোঁকাবাজ লোকের নবী হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।'

এখানে আমি চারটি মূলনীতির আলোকে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভ্রষ্টতা ফুটিয়ে তুলব। যার মাধ্যমে সবাই অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই মির্জা কাদিয়ানীর ভ্রষ্টতা ও ধোঁকাবাজি সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।

১ম মূলনীতি

এটা তো অনস্বীকার্য বিষয় যে, আল্লাহ-প্রেরিত একজন নবী তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবীকে যথাযথ সম্মান করবেন এবং উম্মতকে তাঁদের প্রতি সম্মান

প্রদর্শনের শিক্ষা দেবেন। কারণ, প্রত্যেক নবীই আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি এবং তাঁর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

আল্লাহ-প্রেরিত কোনো নবী তো দূরের কথা, কোনো সাধারণ মুমিনের পক্ষেও পূর্ববর্তী নবীগণের অসম্মান করা, তাঁদের অপবাদ দেয়া ইত্যাদি আচরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যের সাথে লক্ষ করি যে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আল্লাহ তাআলার একজন মহান নবী হযরত ঈসা আ.-এর ব্যাপারে জঘন্য মন্তব্য করেছে। এটা যেহেতু কোনো তর্ক-বিতর্কের মজলিস নয় এবং আমি আপনাদের শুধু কাদিয়ানীদের ভ্রান্তিগুলো বোঝার সহজ পন্থা বলে দিচ্ছি, এ জন্য এই ব্যাপারে মির্জা কাদিয়ানীর শুধু একটি বক্তব্যই উল্লেখ করছি,

'মাসীহ তার যুগের অন্যান্য সৎ ব্যক্তিদের তুলনায় অধিক সৎ ছিলেন না; বরং ইয়াহইয়া আ. তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিল। কেননা, সে মদ্যপান করত না। তার ব্যাপারে কখনো এমনটি শোনা যায়নি যে, কোনো পতিতা মহিলার অবৈধ উপার্জন থেকে তাকে আতর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে বা ওই মহিলার হাত কিংবা কেশ তার শরীরের কোনো অংশ স্পর্শ করেছে। অথবা কোনো অপরিচিত যুবতী মহিলা তার শারীরিক খেদমত করেছে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ইয়াহইয়া আ.-এর নামকে حصورا তথা 'স্ত্রী-বিরাগী' এর গুণে গুণান্বিত করেছেন। পক্ষান্তরে মাসীহের নামের সাথে এমন কোনো শব্দ যুক্ত করেননি। কারণ, তার সাথে এমন ঘটনা ঘটেছে, যা তার নামের সাথে এই ধরনের শব্দ যুক্ত করার প্রতিবন্ধক।'[৫]

উল্লিখিত বক্তব্যে মির্জা কাদিয়ানী হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আ.-এর ব্যাপারে বেশ কিছু অপবাদ দিয়েছে :

---

৫. *দাফেউল বালা* : ৪; *রুহানী খাযায়েন* : ১৮/২২০

১. তিনি শরাব পান করতেন।

২. তিনি পতিতা মহিলার অবৈধ উপার্জন থেকে কেনা আতর নিজ মাথায় ব্যবহার করতেন এবং তাদের হাত ও মাথার কেশ নিজের শরীরে ছোঁয়াতেন।

৩. অপরিচিত যুবতী মহিলারা তাঁর খেদমত করত।

হযরত ঈসা আ.-এর মতো মহান এক নবীর ব্যাপারে এমন মিথ্যা অপবাদ দেয়ার পর এই ধোঁকাবাজ মির্জা কাদিয়ানী এটাও বলেছে যে, মাসীহের এমন অপকর্মের কারণে নাকি আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে তার নামের সাথে حصورا অর্থাৎ 'স্ত্রী-বিরাগী' গুণটি যুক্ত করেননি! (মাআযাল্লাহ)[৬]

হযরত ঈসা আ.-এর ব্যাপারে এমন জঘন্য অপবাদ দেয়ার পর এই ধূর্ত মির্জা কাদিয়ানীর ব্যাপারে আপনাদের কী ধারণা তা আমার জানা নেই; তবে আমি অন্তত এটুকু বলতে পারি, নবীদের মাকাম তো অনেক ঊর্ধ্বে, কোনো সম্মানিত ও সজ্জন ব্যক্তির ব্যাপারেও এমন কথা বলা নিঃসন্দেহে তার মানহানির পর্যায়ের। আর যার ভেতরে ঈমানের ন্যূনতম ছিটেফোঁটাও আছে, তার জবান থেকে কখনোই কোনো নবীর ব্যাপারে এমন অশ্লীল ও গর্হিত মন্তব্য বের হতে পারে না।

---

৬. তাদের এ বক্তব্যের দ্বারা আল্লাহ তাআলা ও কুরআনুল কারীমের ওপরও মিথ্যা অপবাদ এসে যায়! কারণ, তাদের দাবি হলো, ঈসা আ.-এর এসব অপকর্মের (!) কারণেই নাকি আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে তাঁকে 'স্ত্রী-বিরাগী' বলে সম্বোধন করেননি! তারা যা বলেছে আল্লাহ তাআলা তা থেকে পবিত্র এবং অনেক ঊর্ধ্বে। তাহলে কি তারা কুরআনে বর্ণিত অন্যান্য মহান নবী—হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—তাঁদের ব্যাপারেও এমন অপবাদ দেয়? কারণ, কুরআনে তো তাঁদের কারও নামের সাথেই 'স্ত্রী-বিরাগী' গুণটি যুক্ত করা হয়নি। এই হলো মির্জা কাদিয়ানীর কুরআন গবেষণার নমুনা, যেটাকে তার অন্ধ অনুসারীরা তার সবচেয়ে বড় মুজিযা বলেও দাবি করে থাকে!

এ ব্যাপারে কাদিয়ানীদের অসার যুক্তি

হযরত ঈসা আ.-এর ব্যাপারে মির্জা কাদিয়ানীর এমন অপবাদের পক্ষে কাদিয়ানীর অনুসারীরা একটি অসার যুক্তি দেয় যে, এই কথা খ্রিষ্টান পাদরিদের জবাব দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের এই যুক্তি সম্পূর্ণই ধোঁকা ও বানোয়াট। কারণ, আমি এখন আপনাদের মির্জা কাদিয়ানীর যে বক্তব্য বলেছি তা তারই রচিত *দাফেউল বালা* কিতাবের। আর *দাফেউল বালা* কিতাব মুসলিম উলামায়ে কেরামদের সম্বোধন করেই রচিত হয়েছে। কেউ চাইলে পুরো কিতাবটিই পড়ে দেখতে পারেন। এ ছাড়াও সে এই বক্তব্যে হযরত ঈসা আ.-এর ব্যাপারে যে সমস্ত মিথ্যা অপবাদ ও জঘন্য মন্তব্য করেছে, তা তাদের কাছে এতটাই সত্য ও বাস্তব যে, এ কারণেই নাকি আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ঈসা আ.-কে 'স্ত্রী-বিরাগী' গুণ থেকে বঞ্চিত রেখেছেন! (মাআযাল্লাহ) আর এ কথাকে তারা ঈসা আ.-এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদের পক্ষে যুক্তি হিসেবে পেশ করেছে। তাহলে এই মন্তব্যকে খ্রিষ্টান পাদরিদের উদ্দেশে বলা হয়েছে বলে সবাইকে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে কেন? বরং আমি বলব যে, *দাফেউল বালা* কিতাবের এই উক্তির দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মির্জা কাদিয়ানী যদি তার কোনো কিতাবে খ্রিষ্টান পাদরিদের উদ্দেশে এমন কথা বলেও থাকে, তবুও এটা পাদরিদের প্রত্যুত্তরে নয়; বরং এটাই তাদের ধ্যান-ধারণা ও দাবি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তারা এর চেয়েও গর্হিত ও বাজে শব্দে *যমিমায়ে আনযাম আথম* কিতাবে হযরত ঈসা আ.-এর ব্যাপারে মন্তব্য করেছে। যদিও নবীগণের ব্যাপারে এমন বাজে মন্তব্য মুমিনের কান সহ্য করবে না, কিন্তু আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এখানে উল্লেখ করছি। মির্জা কাদিয়ানী লিখেছে,

'হযরত মাসীহের তিন জন দাদি ও নানি ব্যভিচারিণী-দেহপসারিণী ছিলেন, যাদের রক্তে তার জন্ম। এতেই বোঝা যায় তার বংশ কত পবিত্র

ছিল! এবং অপরিচিত যুবতী মহিলাদের সাথে মেলামেশার স্বভাব সম্ভবত তার ভেতর বংশগতভাবেই এসেছে। কারণ, কোনো পরহেযগার মুমিনের পক্ষে সম্ভব নয় সে কোনো যুবতী দেহপসারিণীকে এই সুযোগ দেবে যে, সে তার মাথায় নাপাক হাত বুলাবে বা অবৈধ উপার্জন দিয়ে আতর সংগ্রহ করে মাথায় লাগিয়ে দেবে কিংবা তার শরীরের কোনো অংশ ছোঁবে। এতেই বোঝা যায়, এ ব্যক্তি কোন পর্যায়ের নিকৃষ্ট মানুষ!'[৭]

দাফেউল বালা কিতাবের কথা আর এই কিতাবের কথাটির উদ্দেশ্য একই, তবে এই কিতাবের কথাগুলোর ভাষা অত্যন্ত জঘন্য ও বাজে। এমনকি আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমি এই কিতাবটি জমিনে পুঁতে রেখে দিই।

আমি জানি যে, *যমিমায়ে আনযাম আথম* কিতাবের ইবারতটুকু বিশেষ কিছু খ্রিষ্টান পাদরিদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। তবে এটা বলার সুযোগ নেই যে, এটা কেবল খ্রিষ্টান পাদরিদের প্রত্যুত্তরে বলা হয়েছে; বরং আমরা *দাফেউল বালা* কিতাবের উল্লেখিত বক্তব্য দ্বারাই বুঝেছি যে, এমন জঘন্য মন্তব্য তারা শুধু প্রত্যুত্তরেই বলেনি; বরং ঈসা আ.-এর ব্যাপারে তারা এমনটাই বিশ্বাস রাখে এবং তারা তাদের কথার স্বপক্ষে আল্লাহ তাআলা ও কুরআনুল কারীমকেও পেশ করে!

আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, ঈসা আ.-এর ব্যাপারে মির্জা কাদিয়ানী কত জঘন্য জঘন্য মন্তব্য করেছে। এরপরও সে নবী হবে কী হিসেবে? সে তো ঈমানদার হওয়ারই যোগ্য না; বরং সভ্যতা ও ভদ্রতার মানদণ্ডে তো তাকে সভ্য ও ভদ্র মানুষ হিসেবেই গণ্য করা যাবে না।

উক্ত ঘরোয়া মজলিসে কেউ প্রশ্ন করেছিল যে, ঈসা আ.-এর ব্যাপারে মির্জা কাদিয়ানীর এমন মন্তব্যের কারণ কী? আমি উত্তরে বলেছিলাম,

---

৭. *যমিমায়ে আনযাম আথম* : ৭; *রুহানী খাযায়েন* : ১১/২৯১

‘আসল কারণ আমার কাছে এটাই মনে হয় যে, মির্জা কাদিয়ানীর একটি অন্যতম দাবি হলো সে-ই প্রতিশ্রুত মাসীহ। অর্থাৎ হাদীসের মধ্যে কিয়ামতের আগে দুনিয়ার বুকে হযরত ঈসা আ.-এর আগমনের যে সংবাদ দেয়া হয়েছে, তার দাবি হলো সে-ই প্রতিশ্রুত মাসীহ। এবং মর্যাদার দিক দিয়েও সে ঈসা আ.-এর তুলনায় উত্তম। কারণ, হাদীসে বর্ণিত মাসীহের কিছু বৈশিষ্ট্যের সাথে তার মিল রয়েছে, তাই হাদীসে বর্ণিত মাসীহ দ্বারা তাকেই বোঝানো হয়েছে। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই তাকে মর্যাদা ও চরিত্রের দিক দিয়ে ঈসা আ.-এর তুলনায় আরও বড় হতে হবে। তাই আমার মতে, সে ঈসা আ.-এর মান ও মর্যাদা এ কারণেই খাটো করতে চেয়েছে যে, তার অন্ধ ও মাথামোটা মুরীদরা যাতে তাকে ঈসা আ.-এর মান-মর্যাদার তুলনায় শ্রেষ্ঠ ভাবে।

২য় মূলনীতি

আল্লাহ-প্রেরিত কোনো নবীর পক্ষে এটা অসম্ভব যে, তিনি তাঁর সত্যতা প্রমাণের জন্য অথবা তাঁর বড়ত্ব প্রমাণের জন্য ভুলেও কোনো মিথ্যা কথা বলবেন বা মিথ্যা দাবি করবেন। কিন্তু মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী অকপটে মিথ্যা কথা বলত এবং নানা মিথ্যা দাবি করত। আপনারা চাইলে আমি তার কিতাব থেকেই এর বহু উদাহরণ পেশ করতে পারব। তবে আমার যেহেতু উদ্দেশ্য হলো শুধু মির্জা কাদিয়ানীর ধোঁকাবাজির ব্যাপারে আপনাদের অবগত করা, তাই এখানে আমি মোটাদাগে একটি উদাহরণ পেশ করছি।

দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা

গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর *রুহানী খাযায়েনের* বক্তব্য :

‘মৌলভী গোলাম দস্তগীর কসুরী ও মৌলভী ইসমাঈল আলীগড়ী তাদের কিতাবে লিখেছেন যে, গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তাহলে আমাদের আগে সে-ই মৃত্যুবরণ করবে এবং বাস্তবে তাকেই আগে মৃত্যুবরণ করতে হবে, কেননা সে মিথ্যাবাদী। কিন্তু যখন তাদের এই কিতাব ছড়িয়ে পড়ল, তখন দেখা গেল আমার আগে তারাই খুব দ্রুত মৃত্যুবরণ করেছে।’[৮]

এটা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বানোয়াট ও মিথ্যা একটি কথা। কারণ, মাওলানা গোলাম দস্তগীর কসুরী ও মাওলানা ইসমাঈল আলীগড়ী রহ.-এর এমন কোনো কিতাব পৃথিবীর বুকে নেই যেখানে তারা এমন চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। আপনারা চাইলে এর তাহকীকও করতে পারেন। এমনকি মির্জা কাদিয়ানীর জীবদ্দশায় তার কাছে এই কিতাব দেখতে চাওয়া হয়েছিল। এরপর তার অনুসারীদেরও চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল, পারলে এই দুই মহান বুযুর্গের কিতাবটি এনে দেখাও, যেখানে তারা এমন কথা বলেছেন। কিন্তু তারা কখনো দেখাতে পারেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত দেখাতেও পারবে না। কারণ, এটা মির্জা কাদিয়ানীর মিথ্যা কথা ও ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর মির্জা কাদিয়ানী শুধু এই একটিই মিথ্যা বলেছে তা নয়, আপনি তার কিতাবে এমন অসংখ্য নজির পাবেন, যেখানে সে তার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে এমন অসংখ্য বানোয়াট ও মিথ্যা কথার পসরা সাজিয়ে বসেছে।[৯] তো এমন ব্যক্তিকে নবী তো দূরের কথা, একজন সভ্য ও দ্বীনদার বলাই তো দুষ্কর!

---

৮. *রূহানী খাযায়েন* : ১৭/৩৯৪

৯. মির্জা কাদিয়ানীর কিতাবাদিতে মিথ্যার বহর এত বেশি যে, অনেক উলামায়ে কেরাম তার মিথ্যা কথাগুলো একত্র করে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। এর মধ্যে *কিযবাতে মির্জা* প্রসিদ্ধ একটি কিতাব। আর সে এই সমস্ত মিথ্যা কথা শুধু বিভিন্ন মানুষদের ব্যাপারে বলেছে তা নয়;

আমি অধম আল্লাহ তাআলার একজন গুনাহগার বান্দা, আনুমানিক ২০-২১ বছর যাবৎ লেখালেখির কাজ করছি, স্বতন্ত্র কিতাব আকারে এবং *মাসিক আল-ফুরকান* পত্রিকায় আমার আনুমানিক ৫-৬ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হয়েছে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, এ ক্ষেত্রে আমি মির্জা কাদিয়ানীর চেয়েও অধিক সততা ও আমানত রক্ষা করেছি। কারণ, আমার কোনো শত্রুও এই ৫-৬ হাজার পৃষ্ঠার ভেতর একটিও মিথ্যা ও বানোয়াট কথা খুঁজে পাবে না, আলহামদুলিল্লাহ।

মোটকথা, মির্জা কাদিয়ানীর এমন ধোঁকাবাজি ও শঠতার পর তাকে কোনো সম্ভ্রান্ত মানুষও বলা যায় না।

৩য় মূলনীতি

সে এমন কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, যেগুলোকে সে তার সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী হওয়ার মাপকাঠি বানিয়েছিল। এমনকি সে দাবিও করেছিল, যদি এসব সত্য না হয় তাহলে সে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে। তার এটা হবে ওটা হবে ইত্যাদি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, আল্লাহ তাআলা তার অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণীকে ভুল ও মিথ্যা প্রমাণিত করে তার প্রতারণা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ তাআলার বড় ইহসান ও অনুগ্রহ। কারণ,

---

বরং আল্লাহ তাআলা, নবীজী, কুরআন ও হাদীসের ব্যাপারেও এমন মিথ্যা বলায় সে বেশ সিদ্ধহস্ত ছিল! আমি শুধু একটি উদাহরণ পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করছি : মির্জা কাদিয়ানীর রচিত ৩ নং *আরবায়ীন* কিতাব—যার মধ্যে সে মৌলভী গোলাম দস্তগীর কসুরী ও মৌলভী ইসমাঈল আলীগড়ীর ব্যাপারে মিথ্যা রটিয়েছিল—এর মধ্যে সে লিখেছে, সম্ভবত কুরআন-হাদীসের সেই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়ন হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে, যখন প্রতিশ্রুত মাসীহ আগমন করবেন তখন তিনি তার যুগের উলামায়ে কেরামদের হাতে অত্যাচারিত হবেন, তাকে কাফের ঘোষণা করা হবে, তাকে হত্যার জন্য ফতওয়া দেয়া হবে, তাকে অপদস্থ করা হবে, তাকে মুসলমানদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা এবং তার ধর্মকে বিনাশ করার জন্য পাঁয়তারা করা হবে।—*আরবায়ীন* (৩) : ১৭; *রুহানী খাযায়েন* : ১৭/৪০৪

অনেক জ্যোতিষী ও গণকদের ভবিষ্যদ্বাণীও সত্যে পরিণত হয়ে যায়। তবে যদি আমরা মেনেও নিই যে, মির্জা কাদিয়ানীর সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে, তবুও আমরা এটাই ভাবব যে, হাদীসের মধ্যে যেমন দাজ্জালের কথা এসেছে যে, সে মানুষকে মৃত্যু দেবে, আবার বাঁচিয়ে দেবে, সে খোদায়ীর দাবি করবে, তবুও সে দাজ্জাল হিসেবেই সাব্যস্ত হবে। ঠিক এমনইভাবে কাদিয়ানীর সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়ে গেলেও সে মিথ্যুক ও ধোঁকাবাজ হিসেবেই সাব্যস্ত হবে।

মোটকথা, মুমিন-মাত্রই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে ঘোষণা দেয়ার পর যদি কোনো ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবি করে, তাহলে চাই তার কাছে যতই কারিশমা থাকুক না কেন, অথবা তার হাজারো ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হোক না কেন, সে মিথ্যুক ও ধোঁকাবাজ হিসেবেই সাব্যস্ত হবে। এ জন্য যদি আমরা মেনেও নিই যে, মির্জা কাদিয়ানীর সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে, তবুও এটা আমাদের ঈমানের ওপর বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলবে না, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু আল্লাহ তাআলার অনেক বড় ইহসান ও দয়া যে, তিনি মির্জা কাদিয়ানীর এসব ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যায় পরিণত করে দুর্বল ঈমানের অধিকারী লোকদের তার ফিতনা থেকে বাঁচিয়েছেন।

আমি মির্জা কাদিয়ানীর শুধু দুটি অসার ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করছি।

প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী

জনৈক খ্রিষ্টান আব্দুল্লাহ আথমের মৃত্যুর ব্যাপারে মির্জা কাদিয়ানী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, তার মৃত্যু ১৮৯৩ সালের ৫ জুন থেকে ১৮৯৪ সালের ৫ নভেম্বর—এই ১৫ মাসের মধ্যেই ঘটবে।

সে এরপর তার গ্রন্থ *শাহাদাতুল কুরআন* কিতাবের ৭৯ নম্বর পৃষ্ঠায়—যেটি ১৮৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়েছে—সেখানে পুনরায় দাবি করে যে, আব্দুল্লাহর মৃত্যু উক্ত সময়েই হবে (আব্দুল্লাহ আথমের বয়স ৭০-এর কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল, তাই এই বয়সে তার মৃত্যু হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ছিল)। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যেহেতু মির্জা কাদিয়ানীকে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রমাণ করবেন, তাই এই বয়সেও আব্দুল্লাহ আথমের মৃত্যু হলো না; বরং তার নির্ধারিত সময়ের আরও প্রায় দুই বছর পর ১৮৯৬ সালের ২৭ জুলাই তার মৃত্যু হয়েছিল। আব্দুল্লাহ আথমের মৃত্যুর এই তারিখ স্বয়ং মির্জা কাদিয়ানী তার *আনজাম আথম* কিতাবে লিখেছে।

আমি জানি, এসব অসার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে মির্জা কাদিয়ানী ও তার অন্ধ মুরীদগণ কী কী হাস্যকর ব্যাখ্যা ও যুক্তি পেশ করেছে। কিন্তু আমার ধারণা হলো, প্রত্যেক সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির মনেই তাদের এসব ধোঁকাবাজি ও সত্য-বিবর্জিত কথা শুনে তাদের গোমরাহ হওয়ার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে।

এটা একেবারে সহজ কথা, কোনো যুক্তি-তর্কের কথা নয় যে, বোঝা মুশকিল হয়ে যাবে মির্জা কাদিয়ানী আব্দুল্লাহ আথমের মৃত্যুর ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে যেই তারিখের কথা উল্লেখ করেছিল, যদি আব্দুল্লাহ আথম সেদিন সন্ধ্যায়ও মারা যেত, তবুও মির্জা কাদিয়ানী তার বক্তব্য অনুযায়ী সত্যবাদী বলে গণ্য হতো। কিন্তু আব্দুল্লাহ আথম এরপর আরও দু-বছর বেঁচে ছিল। তাই এই দুই বছরের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস এটাই সাক্ষ্য দেয় যে, মির্জা কাদিয়ানী একজন মিথ্যুক ও ধোঁকাবাজ। উল্টো মির্জা কাদিয়ানীর এই বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য উঠেপড়ে লাগা সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট মিথ্যা কথাকে সত্য বানানোর ব্যর্থ চেষ্টারই নামান্তর। মোটকথা, চিন্তক ও সত্যান্বেষী লোকদের জন্য কথা একেবারে সহজ ও সংক্ষিপ্ত।

দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী

মির্জা কাদিয়ানীর একটি প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণী হলো মুহাম্মাদী বেগমের বিয়ে-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী। যা সে নিজের কিতাবে তার নবী হওয়ার ব্যাপারে আসমানি নিদর্শন হিসেবে পেশ করেছে। আমি সংক্ষিপ্তভাবে ঘটনাটি উল্লেখ করছি :

হুশিয়ারপুর এলাকায় মির্জা কাদিয়ানীর একজন আত্মীয় ছিল মির্জা আহমদ বেগ নামে। মুহাম্মাদী বেগম নামে তার একজন কন্যা ছিল; মির্জা কাদিয়ানী যাকে বিয়ে করার ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিল। তাই সে বারবার মির্জা আহমদ বেগের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে থাকে[১০], কিন্তু প্রত্যেকবারই মির্জা আহমদ বেগ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।[১১] এরপর মির্জা কাদিয়ানী ক্রুদ্ধ হয়ে আহমদ বেগকে ভয় দেখানোর জন্য দুটি বিষয় বেশ ঘটা করে প্রচার করতে থাকে :

১. মুহাম্মাদী বেগমের সাথে আমার বিয়ে হওয়াটা খোদাপ্রদত্ত ওহী ও ইলহামী বিষয়। আমি আল্লাহ তাআলার হুকুমেই এই প্রস্তাব দিয়েছি। আর স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই আমাকে বলেছেন, আমাদের এ বিয়ে হবেই হবে।

২. আর তার পরিবার যদি আমার এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়, তাহলে তারা পদে পদে আপদ-বিপদের সম্মুখীন হবে, এমনকি মুহাম্মাদী বেগমও বিভিন্ন বিপদে পড়তে পারে।[১২]

মির্জা কাদিয়ানী এসব কথা তার বিভিন্ন চিঠিপত্রে, কিতাবে ও

---

১০. এর পাশাপাশি মির্জা কাদিয়ানী আহমদ বেগকে সম্পত্তি ও বাগান উপঢৌকন হিসেবে দেয়ার লোভ দেখায়।—*আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম* : ৫৭৩; *রুহানী খাযায়েন* : ৫/৫

১১. এই অস্বীকৃতির কারণ বোধহয় এটা যে, তখন মুহাম্মাদী বেগম সদ্য কিশোরী ছিল। আর মির্জা কাদিয়ানী পঞ্চাশোর্ধ্ব একজন পুরুষ ছিল।

১২. *আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম* : ৫৭২-৫৭৩; *খাযায়েন* : ৫/৫

ইশতিহারে এমন হুংকারের সাথে উল্লেখ করেছে যে, মির্জা আহমদ বেগ যদি দুর্বলচিত্তের মানুষ হতেন তাহলে ভয়েই তার মেয়েকে মির্জা কাদিয়ানীর সাথে বিয়ে দিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি অবিচল ছিলেন এবং মির্জা কাদিয়ানীর বিয়ের প্রস্তাব বারবার কঠোরভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এদিকে মির্জা কাদিয়ানীও বিভিন্নভাবে চেষ্টার কমতি করছিল না এবং যত ধরনের তদবির করা যায় সব করছিল। যার পুরো ঘটনা অনেক লম্বা এবং লজ্জাকর বিষয়ও বটে। আর এমন বিষয় আমার লিখতেও রুচিতে বাধছে, তাই আমি আপনাদের সামনে শুধু মূল ঘটনাটিই উল্লেখ করছি :

মির্জা কাদিয়ানীর কিতাবেই আছে যে, দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত সে মির্জা আহমদ বেগকে রাজি করানোর জন্য নানান চেষ্টা-ফিকির ও তদবির করতে থাকে এবং তাকে কথিত ইলহামের ভয় দেখাতে থাকে। কিন্তু মির্জা আহমদ বেগ তার ধূর্ততা জানতেন বিধায় তার এ প্রস্তাব বারবার ফিরিয়ে দেন। একপর্যায়ে লাহোরে বসবাসরত সুলতান মুহাম্মাদের সাথে মুহাম্মাদী বেগমের বিয়ের কথাবার্তা চলতে থাকে। এদিকে মির্জা কাদিয়ানী এই খবর শুনতে পেয়ে এই বিয়ে বন্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। অতঃপর যখন তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায় তখন সে তার চিরায়ত অভ্যাস অনুযায়ী ইলহামের দোহাই দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, ‘যদি সুলতান মুহাম্মাদের সাথেই মুহাম্মাদী বেগমের বিয়ে হয়, তাহলে বিয়ের দিন থেকে আড়াই বছরের মধ্যে সুলতান মুহাম্মাদ মারা যাবে এবং তিন বছরের মধ্যে মির্জা আহমদ বেগ মারা যাবে। আর তার মেয়ে মুহাম্মাদী বেগম বিধবা হয়ে আবার আমার কাছেই ফিরে আসবে।’

কিন্তু আল্লাহ তাআলার কী শান! মুহাম্মাদী বেগমের বিবাহ সুলতান মুহাম্মাদের সাথেই হয়। এরপরও মির্জা কাদিয়ানী ব্যাপকভাবে তার ভবিষ্যদ্বাণীর কথা প্রচার করতে থাকে যে, অবশ্যই সুলতান মুহাম্মাদ মারা

যাবে এবং মুহাম্মাদী বেগমের বিবাহ আমার সাথেই হবে। এটা আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত, কেউ একে খণ্ডন করতে পারবে না। যদি আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় তাহলে আমার এটা হবে, ওটা হবে ইত্যাদি।

এটা তো আমি আমার নিজের ভাষায় মূল ঘটনাটি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। এখন মির্জা কাদিয়ানীর দাবি ও ভবিষ্যদ্বাণীর হুবহু ইবারতটুকু শুনে নেয়া যাক। আর এটা সে লিখেছেও এমনভাবে যে, মনে হয় যেন এটা হুবহু আল্লাহ-প্রদত্ত কোনো ওহী বা ইলহাম!

আমার হাতে এটি মির্জা কাদিয়ানীর রচিত *আনজাম আথম* কিতাব, যা ওই সময় রচিত হয়েছে, যখন সুলতান মুহাম্মাদ আর মুহাম্মাদী বেগমের বিবাহ চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই কিতাবে মির্জা কাদিয়ানী তার কিছু ইলহামের কথা আরবীতে লিখেছে, এরপর নিজেই এর উর্দু অনুবাদ লিখে দিয়েছে। এর মধ্যে কয়েক লাইনের একটি ইলহাম রয়েছে মুহাম্মাদী বেগমের ব্যাপারে, যাতে তার রব তাকে অত্যন্ত নিশ্চয়তার সাথে বলেছেন যে, মুহাম্মাদী বেগম একদিন-না-একদিন পুনরায় তোমার কাছে আসবে; বরং আমিই (আল্লাহ) তাকে তোমার সাথে বিয়ে দেব। কেউ এই ফরমানকে বাধা দিতে পারবে না।

আরবীতে ইলহামের কথাগুলো এরূপ :

«فسيكفيكهم الله ويردها إليك, أمر من لدنا إنا كنا فاعلين زوجناكها, الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لا تبديل لكلمات الله, إن ربك فعال لما يريد, إنا رادوها إليك»

এরপর মির্জা কাদিয়ানী নিজেই এর অনুবাদ করেছে এভাবে :

'সুতরাং তাদের ব্যাপারে আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট হবেন এবং ওই মহিলাকে আপনার কাছেই ফিরিয়ে দেবেন।

এটা আমার পক্ষ থেকে আদেশ, আর আমি এটা করবই। ওই মহিলা ফিরে আসার পর আমি তাকে আপনার সাথে বিয়ে দেব। এটা আপনার রবের পক্ষ থেকে সত্য বাণী, সুতরাং আপনি সন্দিহানদের সাথে থাকবেন না। আল্লাহর কথা কখনোই পরিবর্তন হয় না। নিশ্চয় আপনার রব যা চান তা-ই করেন। আমি অবশ্যই ওই মহিলাকে আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব।’[১৩]

মনে হচ্ছে যেন মির্জা কাদিয়ানী তার এই ইলহামের কথা প্রচার করে দুনিয়াবাসীকে এটাই বোঝাতে চাচ্ছে যে, যদিও মুহাম্মাদী বেগমের বিবাহ সুলতান মুহাম্মাদের সাথে হয়েছে এবং এটা নিয়ে আমার শত্রুপক্ষ আনন্দ-ফুর্তি করছে; কিন্তু আমার রব আমার কাছে ওহী মারফত সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, তিনি আমার হয়ে আমার শত্রুদের ওপর প্রতিশোধ নেয়া এবং তাদের শাস্তি দেয়ার জন্য যথেষ্ট। আর তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্ত হলো, তিনি ওই মহিলা অর্থাৎ মুহাম্মাদী বেগমকে আমার কাছেই ফিরিয়ে দেবেন। অর্থাৎ, আমার জীবদ্দশাতেই সুলতান মুহাম্মাদ মারা যাবে এবং মুহাম্মাদী বেগম বিধবা হয়ে আমার সাথেই বিবাহ বসবে। আর আমার আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন যে, স্বয়ং তিনিই এ বিবাহ আমার সাথে করিয়ে দেবেন। আর এটাই আল্লাহর সিদ্ধান্ত, যার মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনিবার্য, তাতে কখনো পরিবর্তন আসবে না এবং কেউ তা আটকে রাখতেও পারবে না। আল্লাহ অবশ্যই মুহাম্মাদী বেগমকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন এবং আমার সাথে তার বিবাহ করিয়ে দেবেন।

আপনারা শুনে আরও আশ্চর্য হবেন যে, সে তার এসব কথিত ইলহামী বিষয়ের এক জায়গায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও জড়িয়ে

---

১৩. *আনজাম আথম*, পৃষ্ঠা : ৬০-৬১; *খাযায়েন* : ১১/৬০, ৬১

ফেলেছে! সে তার *আনজাম আথম* কিতাবের ৫৩ নং পৃষ্ঠায় মুহাম্মাদী বেগমের বিয়ে-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনায় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে লিখেছে, 'আমার এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নের জন্য বহু পূর্বেই জনাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, প্রতিশ্রুত মাসীহ বিয়ে করবেন এবং তার সন্তানও হবে।' কিন্তু এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, হাদীসের মধ্যে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তা হযরত ঈসা আ.-এর ব্যাপারে—যিনি তাঁর জীবদ্দশায় বিয়ে করেননি এবং একাকী জীবনযাপন করেছেন। তিনি শেষ জমানায় দুনিয়াতে পুনরায় আসবেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করে বিয়ে করবেন, এরপর তাঁর সন্তানও হবে। কিন্তু নালায়েক মির্জা কাদিয়ানী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীকে মুহাম্মাদী বেগমের সাথে তার বিয়ের ভবিষ্যদ্বাণী বানিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা মির্জা কাদিয়ানীর সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণিত করে এই কথার সাক্ষ্য বানিয়েছেন যে, মির্জা কাদিয়ানী এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে।

এ ব্যাপারে মির্জা কাদিয়ানীর আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণী শুনুন। সে তার কিতাব *আনজাম আথমে*, তার যে সমস্ত বিরোধীরা তার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পর আনন্দ প্রকাশ করেছিল, তাদের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে লেখে,

> 'আমার বিরোধীরা শেষ পরিণতির অপেক্ষা করছিল এবং এতদিন তারা তাদের কদর্যতায় ভরা মুখ প্রকাশ করেনি। কিন্তু যেদিন এসব ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হবে সেদিন এসব

নির্বোধ বিরোধীরা আফসোস করতেই থাকবে। আর সেদিন কি তারা সত্যের তরবারিতে টুকরো টুকরো হবে না? সেদিন এসব বিরোধীরা কোথাও পালাবার জায়গা পাবে না এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তাদের সম্মান ধুলোয় মিশে যাবে। অপমানের কালো দাগ তাদের চেহারাকে বানর ও শূকরের মতো বানিয়ে দেবে।'[১৪]

এর এক পৃষ্ঠা পরেই মির্জা কাদিয়ানী আরও লেখে যে,

'মনে রেখো, যদি আমার জীবদ্দশাতেই সুলতান মুহাম্মাদ মারা না যায় এবং মুহাম্মাদী বেগম আমার বিবাহে না আসে, তাহলে আমি অত্যন্ত খারাপভাবে জীবনযাপন করব। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, এটাই আল্লাহ তাআলার সত্য ওয়াদা এবং কেউ তাঁর কোনো কথা হেরফের করতে পারে না। তিনি যা করার ইচ্ছা করেন তা কেউ আটকে রাখতে পারে না।'[১৫]

এই বক্তব্যগুলো মির্জা কাদিয়ানীর শুধু একটি কিতাব *আনজাম আথমের*, যা ১৮৯৬ সালের শেষের দিকে লেখা হয়। এরপর মির্জা কাদিয়ানী আরও ১১/১২ বছর বেঁচে থাকে এবং ১৯০৮ সালের মে মাসে সে মারা যায়। আর তার ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ পরিণতি এটাই হলো যে, তার জীবদ্দশায় সুলতান মুহাম্মাদও মারা যায়নি এবং মুহাম্মাদী বেগমেরও তার সাথে বিয়ে হয়নি।

এখন আল্লাহ তাআলা যদি আপনাদের ন্যূনতম বিবেকও দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনারাই বুঝতে পারবেন যে, মির্জা কাদিয়ানীর এসব ভবিষ্যদ্বাণী কত সুস্পষ্টভাবে নস্যাৎ হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলাও তাদের মিথ্যাবাদী হওয়ার বিষয়টি কত সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন।

---

১৪. *আনজাম আথম*: ৫৩; *খাযায়েন*: ১১/৩৩৭

১৫. *আনজাম আথম*: ৫৪; *খাযায়েন*: ১১/৩৩৮

ইতিপূর্বে বলেছিলাম যে, মির্জা কাদিয়ানী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, সুলতান মুহাম্মাদ বিয়ের দিন থেকে আড়াই বছরের মধ্যেই মারা যাবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতেই সে তার কিতাব *শাহাদাতুল কুরআনে* ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সালে লিখেছে, 'আজকের তারিখ থেকে আনুমানিক ১১ মাস বাকি আছে সুলতান মুহাম্মাদের মৃত্যুর।'[১৬]

এই হিসাব অনুযায়ী সুলতান মুহাম্মাদের ১৮৯৪ সালের ২১ আগস্ট মারা যাওয়ার কথা। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলা তার এই ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণিত করলেন এবং সুলতান মুহাম্মাদও ওই তারিখে মারা যাননি, তখন মির্জা কাদিয়ানী আবারও মিথ্যা কথা প্রচার করতে থাকে যে, কোনো কারণবশত সুলতান মুহাম্মাদের মৃত্যু পিছিয়ে গিয়েছে। কিন্তু অবশ্যই সে একদিন-না-একদিন আমার জীবদ্দশাতেই মারা যাবে। এটা আল্লাহ তাআলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আর আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত কেউ কখনো পরিবর্তন করতে পারবে না। এরপর সুলতান মুহাম্মাদের মৃত্যু-তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পর মির্জা কাদিয়ানী *আনজাম আথম* কিতাবে লেখে, 'আমি বারবার বলেছি যে, আমার ভবিষ্যদ্বাণী ও আহমদ বেগের মৃত্যু সুনিশ্চিত বিষয়। আর যদি আমি মিথ্যুক হই তাহলে আমার ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ হবে না এবং আমি মরে যাব।'[১৭]

কিন্তু আল্লাহ তাআলা মির্জা কাদিয়ানীর সমস্ত দাবি-দাওয়া ও ভবিষ্যদ্বাণীকে এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণ করলেন এবং তার ইজ্জত-সম্মান ধূলিসাৎ করে দিলেন যে, আর কেউ তার এসব বানোয়াট কথার কারণে ধোঁকায় পড়বে না।

এ সমস্ত কথা মির্জা কাদিয়ানীর কিতাবে এখনো বিদ্যমান রয়েছে। আর মির্জা

---

১৬. *শাহাদাতুল কুরআন* : ৭৯; *খাযায়েন* : ৬/৩৭৫

১৭. *আনজাম আথম* : ৩১

কাদিয়ানী দুনিয়া থেকে এমনভাবে বিদায় নিয়েছে যে, সুলতান মুহাম্মাদ তখনো জীবিত ছিলেন এবং মুহাম্মাদী বেগমও সুলতান মুহাম্মাদের স্ত্রী হিসেবেই ছিলেন। আর আল্লাহ তাআলা সুলতান মুহাম্মাদকে এত দীর্ঘ হায়াত দিয়েছিলেন যে, মির্জা কাদিয়ানীর মৃত্যুর পরও সুলতান মুহাম্মাদ আরও ৩০-৪০ বছর জীবিত ছিলেন। আর তার এই দীর্ঘ হায়াতের প্রতিটি মুহূর্ত মির্জা কাদিয়ানীর মিথ্যাবাদী ও ধোঁকাবাজ হওয়ার ওপর জলজ্যান্ত সাক্ষী।

আমি অধম আপনাদের সামনে মির্জা কাদিয়ানীর শুধু দুইটি ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করেছি, কারণ মির্জা কাদিয়ানী এই দুটির ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দিয়েছিল।

তবে আমি ঈমানদারি ও আমানতদারির সাথে বলতে পারি যে, মির্জা কাদিয়ানীর মধ্যে যদি অন্য কোনো দোষ নাও থাকে, তবুও এই দুটি ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট যে, মির্জা কাদিয়ানী আল্লাহ তাআলার প্রেরিত কোনো ব্যক্তি নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁর কোনো নবী বা প্রেরিত মহামানবকে এভাবে লাঞ্ছিত করেন না, যেভাবে মির্জা কাদিয়ানী হয়েছে।

তবে আমি মনে করি, নবুওয়াত তো অনেক উঁচু মাকাম, কোনো সাধারণ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি এত অপমানিত হতো, তাহলে সে জনসম্মুখে মুখ দেখাতে লজ্জাবোধ করত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কী শান, এতকিছু হওয়ার পরেও মির্জা কাদিয়ানীর অসার ও হাস্যকর দাবি ও ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তার কিতাবে এখনো পাওয়া যায়, এখনো তার অন্ধ অনুসারী রয়েছে পৃথিবীতে। আমি এতে আশ্চর্যের কিছু দেখি না। কারণ, আমাদের দেশে একদল লোক এমনও রয়েছে, যারা শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাণীর পূজা করে, পাথরের পূজা করে, নদীর পূজা করে! আসল কথা

হলো, আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত দেন তাকে কেউ গোমরাহ্ করতে পারে না। আর যাকে গোমরাহ্ করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না।

৪র্থ মূলনীতি

আল্লাহর প্রেরিত কোনো নবীর পক্ষে এটা কল্পনাও করা যায় না যে, তিনি আপন যুগের কোনো কুফুরী পরাশক্তির তল্পিবাহক হবেন এবং তার প্রতি নিজের আন্তরিক ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রদর্শন করবেন।

আমার জানা নেই, আপনারা ইংরেজ শাসনামলের লোমহর্ষক ইতিহাস জানেন কি না। পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় শাসকগোষ্ঠী, বিশেষ করে ইংরেজ বেনিয়ারা মুসলিমদের ওপর কী পরিমাণ অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছে! আর যারা তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেছে ও তল্পিবহন করেছে, তাদের কী পরিমাণ আরাম-আয়েশে রেখেছে!

নিঃসন্দেহে এর আগেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কাফেরদের রাজত্ব ছিল। কিন্তু খুব সম্ভবত এ উপমহাদেশে ইংরেজ বেনিয়ারা চলে যাওয়ার পরও এ দেশের আপামর জনতা ইংরেজদের রেখে যাওয়া চিন্তা-চেতনা ও কার্যকলাপে যেভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে এবং ইংরেজদের সাথে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে হেরে দ্বীন-ধর্ম ও রবকে ভুলে বসেছে, তা ইতিপূর্বে অন্য কোনো কাফের রাষ্ট্রের বেলায়ও হয়নি। বিশেষ করে ইংরেজরা মুসলমানদের যে পরিমাণ ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষতি করেছে তার কোনো হিসাব নেই। ইংরেজরা এ উপমহাদেশ থেকে চলে যাওয়ার পর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যেসব জায়গায় মুসলমানগণ রাজত্ব হারিয়েছে, প্রত্যেকটি ঘটনা সামনে রেখে দেখুন, এসবের পেছনে কলকাঠি নাড়া এবং কূটকৌশল করেছে ইংরেজরা।

মোটকথা, এই সত্য অনস্বীকার্য যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিজয় এই যুগে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা, দ্বীন-ধর্ম, ইবাদত-রুহানিয়াত ইত্যাদির সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। বিশেষ করে ইংরেজরা সারা বিশ্বের মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে। কাজেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এখন যদি নবুওয়াতের পবিত্র ধারা বন্ধ নাও হতো এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবীগণের আগমন জারি থাকত, তাহলে তিনি ইউরোপীয় শক্তি, বিশেষ করে ইংরেজদের প্রশংসা করতেন না এবং তাদের 'আল্লাহ-প্রদত্ত নিয়ামত' অভিধায় ভূষিত করতেন না।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা ছিল ঠিক দুনিয়া পূজারিদের মতো। সে তার বিভিন্ন গ্রন্থের জায়গায় জায়গায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি তার নিখাদ ভালোবাসা ও আন্তরিক আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে।

এখানে শুধু একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি। সে লিখেছে,

> 'আমাদের বংশের ওপর (ব্রিটিশ) সরকারের অনুগ্রহের ধারা আমার পিতা গোলাম মোর্তজা সাহেবের সময় থেকেই জারি ছিল। তাই এই সরকারের কৃতজ্ঞতা আদায় আমার রক্তের সাথে মিশে রয়েছে।'[১৮]

এরপর সে তার বাবা ও তার বড়ভাই মির্জা গোলাম কাদেরের ইংরেজ সরকারের আনুগত্যের কথা খুব গর্বের সাথে উল্লেখ করে লিখেছে যে, ১৮৫৭ সালে তারা ইংরেজ সরকারের প্রতি কীরূপ আনুগত্য প্রদর্শন করেছে, কী পরিমাণ জান-মালের কুরবানি করেছে। ফলে ইংরেজ সরকার তাদের প্রতি কীরূপ অনুগ্রহ করেছে। এসব বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার পর সে লিখেছে,

---

১৮. *শাহাদাতুল কুরআন* : ৮২

‘আমরা আমাদের সম্মানিত প্রশাসনকে নিশ্চয়তার সাথে বলতে চাই, আমরা এই প্রশাসনের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল ও আনুগত্যশীল, যেরূপ আমাদের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন। আর আমাদের কাছে দুআর হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নেই, তাই আমরা মহান আল্লাহ তাআলার কাছে এই দুআই করি, আল্লাহ তাআলা এই প্রশাসনকে সমস্ত আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করুন এবং তাদের শত্রুদের অপমানিত ও পরাজিত করুন। আর আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর এই প্রশাসনের কৃতজ্ঞতা আদায় করা সেরূপ আবশ্যক করেছেন, যেরূপ আবশ্যক তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করা। সুতরাং আমরা যদি এই প্রশাসনের কৃতজ্ঞতা আদায় না করি বা তাদের ব্যাপারে কোনো ষড়যন্ত্র করি, তাহলে আমরা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের ব্যাপারে অকৃতজ্ঞ সাব্যস্ত হব। কারণ, আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায় করা আর অনুগ্রহশীল প্রশাসনের কৃতজ্ঞতা আদায় করা একই কথা। কেউ যদি একটি ছেড়ে দেয় তাহলে অপরটি এমনিতেই ছুটে যাবে। কিছু নির্বোধ প্রশ্ন করে যে, এই প্রশাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে কি না? এরূপ প্রশ্ন তাদের নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, যেই প্রশাসনের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আদায় করা আমাদের জন্য ফরজ ও ওয়াজিব, তাদের সাথে আবার জিহাদ করা হবে কীভাবে? এমন অনুগ্রহশীল প্রশাসনের বিরুদ্ধাচরণ করা নিমকহারামি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর আমার ধর্মীয় বিশ্বাস আমি বারবার বলেছি, তা হলো, ইসলামের দুইটি অংশ রয়েছে, একটি হলো আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, দ্বিতীয় হলো এই সরকারের আনুগত্য করা, যারা সারা দেশে নিরাপত্তা বিধান করেছেন এবং আমাদের জালেমের থাবা থেকে বাঁচিয়ে নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছেন।’[১৯]

এই হলো মির্জা কাদিয়ানীর ইবাদতের অবস্থা, এই হলো তার ধর্মীয় বিশ্বাস, আবার সে-ই নাকি নবী! আপনাদের মনের অনুভূতি জানা নেই,

১৯. *শাহাদাতুল কুরআন* : ৮৪; *খাযায়েন* : ৬/৩৮০

তবে আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, মির্জা কাদিয়ানীর এই বক্তব্য পড়ার পর আমি তাকে একজন ইংরেজদের ঝুটা-খাওয়া, পা-চাটা গোলাম ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না। আর এই ধরনের বক্তব্য সে শুধু একবারই বলেনি; বরং বিশবারেরও বেশি সে ইংরেজ সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে। আমার জানা নেই তার অন্ধ অনুসারীরা নবুওয়াতের মতো উচ্চ মাকামকে কী ভাবে! তবে এটা সত্য যে, এই অপদার্থ ও ধোঁকাবাজ যদি নবুওয়াতের দাবি করে বসে তাহলে তার চেয়েও ভালো ব্যক্তিরা তো খোদা দাবি করে বসবে! আল্লাহর পানাহ!

সার-সংক্ষেপ

মির্জা কাদিয়ানী কেন নবী নন, এটা বোঝাতে আমি আপনাদের চারটি কারণ বলেছি, আশা করি আপনারা তা সহজেই বুঝেছেন। কারণ, এগুলো একেবারেই সহজ-সাবলীল কথা; খুব সূক্ষ্ম কোনো ইলমী বিষয় না, যা আলেম ছাড়া কেউ বুঝবে না। তবুও আমি সবগুলো কারণ সংক্ষেপে আবার লিখে দিচ্ছি :

১. কোনো নবীর পক্ষে অসম্ভব যে, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কোনো নবীর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেবেন বা তাঁকে গালাগাল করবেন।

২. কোনো নবীর পক্ষে এটাও সম্ভব নয় যে, তিনি তাঁর নবুওয়াত সাব্যস্ত করার জন্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট মিথ্যা কথা বলবেন, মিথ্যা দাবি করবেন।

৩. আল্লাহর প্রেরিত কোনো নবীর পক্ষে অসম্ভব যে, তিনি আল্লাহ তাআলার ওহীর মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট তারিখসহ ভবিষ্যদ্বাণী করবেন এবং এটাকে তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারে দলিল বানাবেন। আর এটা তো আরও অবিশ্বাস্য যে, কোনো সত্য নবী কোনো ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করার পর তাঁর জীবদ্দশাতেই আল্লাহ তাআলা একে মিথ্যা প্রমাণিত করে দেবেন।

৪. এমনইভাবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত কোনো নবী-রাসূল কখনোই তাঁর যুগের কোনো কুফুরী পরাশক্তির তল্পিবাহক হতে পারেন না এবং তার প্রতি নিজের আন্তরিক ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারেন না। নবুওয়াত তো অনেক উচ্চ মাকাম, কোনো সাধারণ সম্ভ্রান্ত লোকও তো এই কাজ করবেন না। এমনকি কোনো সাধারণ লোককে যদি সরকারের তল্পিবাহক বলা হয়, সেও তো অপমানিত বোধ করবে।

তাই আমাদের বিশ্বাস হলো, যদি এ যুগে নবুওয়াতের পবিত্র ধারা বন্ধ না হতো এবং এখনো কোনো নবী আগমন করতেন, তবুও মির্জা কাদিয়ানীর নবী হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। আল্লাহ্ তাআলা এমন ব্যক্তিকে কখনোই নবী বানাতেন না, যার ভেতর ন্যূনতম ভদ্রতা ও সভ্যতা নেই। আর এমন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র ওহী আসাও অসম্ভব। হ্যাঁ, তার ওপর শয়তানের ওহী আসতে পারে, আর এটা আমার কথা না; স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيْمٍ ﴿٢٢٢﴾

'আমি কি তোমাদের সংবাদ দেব, কার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়? তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক চরম মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট।'[২০]

এই আয়াত দ্বারা এটাই বোঝা যায়, যারা মিথ্যুক, অপবাদ দেয় এবং যাদের জীবন পাপ-পঙ্কিলতায় ভরা, তাদের কাছে আল্লাহর ওহী নয়; বরং শয়তান অবতীর্ণ হয়। আর মির্জা কাদিয়ানীর ভেতর এসব গুণ কী পরিমাণ রয়েছে আশা করি আপনারা তা জেনেছেন ইতিমধ্যেই।

২০. সূরা আশ-শুআরা : ২২১-২২২

মোদ্দাকথা, আমাদের আকীদা ও বিশ্বাস হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোনো নতুন নবী আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সুতরাং এখন যদি কেউ নবুওয়াতের দাবি করে তাহলে আমরা তাকে মিথ্যাবাদী ও আল্লাহ তাআলার ওপর অপবাদ দানকারী হিসেবেই গণ্য করব। এমনকি শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ., খাজা মইনুদ্দীন চিশতী রহ. কিংবা হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-দের মতো মহান ব্যক্তিরাও যদি নবুওয়াতের দাবি করে বসতেন, তাহলে তাদেরও আমরা মিথ্যাবাদী বলতাম। আরও আগ বাড়িয়ে বললে, উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-ও যদি নবুওয়াতের দাবি করে বসতেন, তাহলে উম্মত তাঁর সাথেও সেরূপ আচরণ করত যেরূপ করেছিল মুসাইলামাতুল কাযযাবের সাথে।

সুতরাং আমাদের আকীদা-বিশ্বাস তো এটাই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোনো নতুন নবী আসবে না। তবুও যদি আমরা মেনে নিই, এখনো নবুওয়াতের পবিত্র ধারা জারি আছে তবুও মির্জা কাদিয়ানীর মতো মিথ্যুক ও হীন ব্যক্তির নবী হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে খুব কঠোর ভাষায় সমালোচনা করা আমার অপছন্দ। কিন্তু মির্জা কাদিয়ানীর বেলায় আমি আমার চিরাচরিত অভ্যাসের বাইরে গিয়ে প্রয়োজন মনে করেই সুস্পষ্টভাবে বলছি যে, এই লোক অত্যন্ত নীচ মানসিকতার ছিল। একজন মধ্যম স্তরের মুসলমানের ভেতরও যে পরিমাণ ঈমান-সততা-ভদ্রতা ও আত্মমর্যাদাবোধ থাকে, এর ভেতর ভেতর তাও ছিল না। আরও স্পষ্টভাবে বললে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন নগণ্য উম্মত হিসেবে আমার ভেতরেও মির্জা কাদিয়ানীর চেয়ে বেশি সততা ও আত্মমর্যাদাবোধ আছে, আলহামদুলিল্লাহ।

আমি আপনাদের সামনে মির্জা কাদিয়ানীর মিথ্যা ও ধোঁকাবাজি বোঝার জন্য সহজ কিছু মূলনীতি পেশ করেছি। কেউ চাইলে তা সহজেই বুঝতে পারবেন। দুয়ে-দুয়ে মিলে চার হওয়া যেমন সুনিশ্চিত, এই কথাগুলো সহজে বোঝাও সুনিশ্চিত। তবে হেদায়াতের মালিক তো কেবল আল্লাহ তাআলা, তিনি যাকে চান হেদায়াত দেবেন।

উক্ত মজলিসে আমি এই কথাগুলো বলে আলোচনা শেষ করার পর উপস্থিত একজন কাদিয়ানী অভিযোগ করে বসল যে, আমরা তো এখানে একত্র হয়েছিলাম আপনার কাছে মাসীহের জীবনী এবং নবুওয়াতের ধারা চালু থাকার ব্যাপারে প্রশ্ন করব আর আপনি কুরআন থেকে এর জবাব দেবেন। কিন্তু আপনি তো আমাদের প্রশ্ন করার কোনো সুযোগই দিলেন না; বরং মাসীহের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে দিলেন!

জবাবে আমি বললাম, আপনার ইচ্ছা এমন থাকতেই পারে, কিন্তু আমি তো আপনার ইচ্ছার অনুগামী নই। আপনি হয়তো আমাকে চেনেন না, জানেনও না। কিন্তু আমি কাদিয়ানী ও তার অনুসারীদের খুব ভালো করেই চিনি এবং কাদিয়ানীর প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা দাবিগুলো বোঝার সহজ পন্থা জানি বলেই আপনাদের সামনে এগুলো বলেছি। এভাবেই কাদিয়ানীর সমস্ত জারিজুরি প্রকাশ পেয়ে যাবে, তার মিথ্যা নবুওয়াতের পর্দা খুলে যাবে এবং অতি সাধারণ মুসলমানও তাদের ধোঁকা ধরতে পারবে। কিন্তু আমি জানি, কাদিয়ানীর অনুসারীরা সর্বদা চেষ্টা করে যে, কাদিয়ানীর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা না-হোক; বরং ঈসা আ.-এর জন্ম-মৃত্যু নিয়ে শুধু আলোচনা হোক। যাতে অবুঝ মুসলমানগণ বুঝে নেন যে, আমাদের মুসলিম ও কাদিয়ানীদের মাঝে শুধু এতটুকুই পার্থক্য যে, কুরআনের কিছু আয়াত ও কিছু হাদীসের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সামান্য বোঝার ভিন্নতা রয়েছে। আর সবাই যাতে কাদিয়ানীদেরও মুসলমানদের একটি ভিন্ন দল ভেবে নেয়।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, মুসলমান ও কাদিয়ানীদের মাঝে মতবিরোধ অন্যান্য ইসলামী দলের মাঝে বিদ্যমান মতবিরোধের মতো নয়; বরং আমরা যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করি এবং তাঁর প্রত্যেক কথা মানা আবশ্যক মনে করি, তাঁর অস্বীকারকারীদের কাফের বলে বিশ্বাস করি, ঠিক তেমনইভাবে কাদিয়ানীরাও মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করে, তার কথা মানা আবশ্যক মনে করে এবং তার নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের কাফের বলে থাকে। সুতরাং আমাদের ও কাদিয়ানীদের মাঝে মতবিরোধ কোনো সূক্ষ্ম ইলমী বিষয়ে নয়; বরং মির্জা কাদিয়ানীর ব্যক্তিত্ব এবং তার নবুওয়াতের দাবির ব্যাপারে। আর তার দাবির সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের সহজ পদ্ধতি তা-ই, যা আমরা এখানে উল্লেখ করেছি। সুতরাং কেউ যখন আমার সাথে কাদিয়ানীদের ব্যাপারে কথা বলতে চায়, এবং তার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলে উপকার হবে বলেও মনে হয়, তখন আমি তার সামনে এই মূলনীতিগুলো পেশ করি। তার মধ্যে যদি সত্যান্বেষী মনোভাব থাকে, তাহলে সে এই সহজ-সাবলীল মূলনীতিগুলো দিয়েই কাদিয়ানীর ধোঁকা ও সমস্ত জারিজুরি ধরে ফেলতে পারবে। আর অত্যন্ত নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারবে, ‘আমি এখন বুঝেছি যে, কাদিয়ানী কেবল মিথ্যুক ও ধোঁকাবাজ ছাড়া আর কিছুই নয়।’ এরপরও যদি সে ঈসা আ.-এর জীবন-মৃত্যু নিয়ে জানতে চায় বা আরও বুঝতে চায়, তাহলে আমি তাকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করব। কিন্তু এরপরও যদি কেউ না বোঝে বা মির্জা কাদিয়ানীর ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করে, তাহলে আমি বুঝে নেব যে, সে সত্যান্বেষী নয় এবং সত্যকে গ্রহণ করার মতো যোগ্যতাও তার নেই। তাই আমি তার সাথে কথা বলে আমার সময় নষ্ট করতে চাই না। হ্যাঁ, একটা সময় এমনও ছিল যখন আমি আমার সময়কে মূল্যবান মনে করতাম না, তাই এসব ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করে সময় নষ্ট করতাম। কিন্তু

এখন আমি আমার প্রত্যেকটি মুহূর্তকে জরুরি কাজেই ব্যবহার করতে চাই। তাই আমি আপনাদের স্পষ্ট করে বলতে চাই, যদি আমার উল্লেখিত বক্তব্য দিয়ে মির্জা কাদিয়ানীর ব্যাপারে আপনাদের জেহেন পরিষ্কার হয়ে থাকে এবং আমার এই কথাগুলো গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে আমি আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী ঈসা আ.-এর জীবন-মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছি এবং এখন থেকেই তৈরি আছি। কিন্তু সবকিছু শোনার পরও যদি আপনারা মির্জা কাদিয়ানীকেই প্রতিশ্রুত মাসীহ বলে বিশ্বাস করেন তাহলে বুঝে নেব যে, আপনারা সত্যকে গ্রহণ করতে অক্ষম। তাই আমি আপনাদের সাথে এ বিষয়ে কথা বলতেই আগ্রহী নই। আল্লাহ তাআলার বড়ই অনুগ্রহ যে, তাঁর তাওফীকেই আমি আমার সময়কে ভালো কাজে খরচ করি এবং যথাসম্ভব চেষ্টা করি যেন আমার সময় ও আমি অনর্থক কাজ বা কথা থেকে বাঁচতে পারি। কারণ, হাদীসের মধ্যে এসেছে,

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কোনো ব্যক্তির মুসলমান হওয়ার দাবি হলো, সে অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকবে।’[২১]

এরপর সেই কাদিয়ানী ব্যক্তি বলল, আপনি মাসীহ-এর ব্যাপারে যা যা বলেছেন এর প্রত্যেক কথার জবাব রয়েছে, কিন্তু আমি তো আপনাকে দুটি জবাবও বলতে পারব না; বরং আমাদের ভিন্ন আলেমই আছেন, যারা এসবের জবাব দেন। এখন আপনি সময় নির্ধারণ করুন, যাতে আমরা আপনার সুযোগমতো আমাদের আলেমদের নিয়ে আসতে পারি।

তখন আমি বললাম, কাদিয়ানীদের সাথে এসব নিয়ে বহছ-বিতর্কের অভ্যাস আছে আমার। আর তাদের সাথে আমার অভিজ্ঞতা হলো, তারা

---

২১. *তিরমিযী* : ২৩১৮; *মুআত্তা* : ২৬২৮; *মুসনাদে আহমাদ* : ১৭৩৭।

সত্যকে মানতে চায় না এবং শুরু থেকেই একগুঁয়েমি করে থাকে। এ ছাড়া আমি কাদিয়ানীর ব্যাপারে যা যা বলেছি এর সবকিছুই কাদিয়ানীর অনুসারীরা জানে। তবুও তো তারা মির্জা কাদিয়ানীকেই মানে, তাকেই নবী হিসেবে বিশ্বাস করে। আর কাদিয়ানীর ব্যাপারে দলিল দেয়ার আর বাকি নেই আমাদের। কোনো কাদিয়ানী তার্কিক আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে না যে, সে কাদিয়ানীর ব্যাপারে এসব তথ্য জানে না। আর আল্লাহ তাআলা বলেই দিয়েছেন,

قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

'হেদায়াত গোমরাহী থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।'[২২]

যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তো আপনি নিজেই। কারণ, এসব কথা আমি কাদিয়ানীর রচিত কিতাব থেকেই উল্লেখ করেছি এবং এর একটি কথারও জবাব আপনি দিতে পারবেন না। তবুও আপনি অন্ধের মতো কাদিয়ানীকেই প্রতিশ্রুত মাসীহ বলে বিশ্বাস করবেন। মূল কথা হলো, কাদিয়ানীদের একগুঁয়েমির অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে, তাই তাদের সাথে বিতর্ক করে সময় নষ্ট করতে চাই না আর আপনার ভেতর যদি সত্যান্বেষী হওয়ার বিন্দুমাত্র চিহ্নও থাকত, তাহলে আপনি অন্তত এটুকু বলতেন যে, 'আপনার কথা যদি সত্য হয় তাহলে তো মির্জা কাদিয়ানী কখনোই নবী হতে পারে না। কিন্তু আমি আপনার কথা নিয়ে একটু ভাবতে চাই এবং তাহকীক করতে চাই।'

উল্টো এতকিছু শোনার পরও আপনি কাদিয়ানীকে প্রতিশ্রুত মাসীহ বলেই বিশ্বাস করছেন এবং বলছেন যে, আমি যদিও জবাব দিতে পারব না কিন্তু আমাদের উলামায়ে কেরাম এর জবাব দিতে পারবেন।

---

২২. সূরা বাকারা : ২৫৬

মূলত এমন চিন্তা-চেতনা নিয়ে সত্যকে গ্রহণ করা অসম্ভব। আর আপনাদের তার্কিকদের অবস্থা তো এরচেয়েও মারাত্মক! এ জন্য আমি তাদের আমার মূল্যবান সময় থেকে পাঁচ মিনিট দেয়ারও যোগ্য মনে করি না। যদিও একসময় প্রচুর বহছ করেছি, কিন্তু এখন এসব নিয়ে বহছ করা সময়ের অপচয় মনে করি। হ্যাঁ, যদি কেউ সত্যান্বেষী হয়ে এসব জানতে আগ্রহী হন তাহলে তার সাথে কথা বলার জন্য আমি অধম সব সময় তৈরি আছি এবং তার সাথে কথা বলা আবশ্যকও মনে করি। আলহামদুলিল্লাহ, কাদিয়ানীর ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য আমার কোনো ধরনের প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই, কিন্তু আপনাদের তার্কিকদের তো আমি এসবের অযোগ্যই মনে করি। তাই আমি আপনাকে যা বলেছি আপনি তা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করুন। গোলাম আহমদের ব্যক্তিত্ব নিয়ে ভাবুন, যদি তাদের আলেমদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে কথাও বলুন। কিন্তু আমি তাদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করি না। কারণ, আমি কাদিয়ানী ও তার অন্ধ অনুসারীদের খুব ভালো করেই চিনি।

وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

খতমে নবুওয়াত-সংক্রান্ত আয়াতসমূহ[২৩]

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنۡ رِّجَالِكُمۡ وَ لٰكِنۡ رَّسُوۡلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمًا ﴿۴۰﴾

১. মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।[২৪]

يقول ابن كثير في تفسيره :» أخبر الله تعالى في كتابه ،ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده ليعلموا أن من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل"

ইবনে কাসীর রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ তাফসীরে ইবনে কাসীরে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে উম্মতকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর আর কোনো নবী আসবে না। তারা যেন এ বিষয়ে সতর্ক থাকে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর যে

২৩. সংযোজিত অধ্যায়

২৪. সূরা আহযাব : ৪০

নবুওয়াতের দাবি করবে সে একজন মিথ্যুক, প্রতারক, ধোঁকাবাজ। যে নিজেও পথভ্রষ্ট এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[২৫]

قال محمد جمال الدين القاسمي في تفسيره» محاسن التاويل":

تمت الرسالات برسالته إلى الناس أجمعين وظهر مصداق ذلك بخيبة من ادعى النبوة بعده الي أن يرث الله و من عليها

মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন কাসেমী স্বীয় তাফসীরগ্রন্থ মাহাসিনুত তাবীলে লিখেছেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্ববাসীর কাছে নবী ও রাসূলরূপে প্রেরণ করার মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালাত-এর অধ্যায় পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর যারা নবুওয়াতের দাবি করেছে তাদের এই কুপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়াই এ বিষয়ের সুস্পষ্ট দলিল।[২৬]

যেহেতু আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন, তাই তিনি তাঁকে সারা বিশ্ব ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষ এবং জিনজাতির জন্য একমাত্র নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন।

২. আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

‘হে নবী, আপনি বলে দিন, হে লোকসকল, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল।’[২৭]

---

২৫. *ইবনে কাসীর* : ৩/৪৯৩
২৬. *মাহাসিনুত তাবীল* : ৬/৪৮২
২৭. সূরা আরাফ : ১৫৮

يقول الإمام الطبري في تفسيره»قل يا محمد للناس كلهم إني رسول الله إليكم جميعا لا إلي بعضكم دون بعض كما كان من قبلي من الرسل مرسلا إلى بعض الناس دون بعض

আল্লামা তাবারী রহ. এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'হে মুহাম্মাদ, সমস্ত মানুষকে বলে দিন, আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল; তোমাদের আংশিক লোকদের জন্য না, যেরূপ আমার পূর্বে প্রেরিত নবী-রাসূলগণ আংশিক জাতি বা গোত্রের জন্য প্রেরিত হতেন।'[২৮]

৩. অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا کَآفَّۃً لِّلنَّاسِ بَشِیۡرًا وَّ نَذِیۡرًا

'আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।'[২৯]

৪. তিনি আরও বলেন,

وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا رَحۡمَۃً لِّلۡعٰلَمِیۡنَ

'আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।'[৩০]

৫. অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

اَلۡیَوۡمَ اَکۡمَلۡتُ لَکُمۡ دِیۡنَکُمۡ وَ اَتۡمَمۡتُ عَلَیۡکُمۡ نِعۡمَتِیۡ وَ رَضِیۡتُ لَکُمُ الۡاِسۡلَامَ دِیۡنًا

---

২৮. *তাফসীরে তাবারী* : ৯/৮৬

২৯. সূরা সাবা : ২৮

৩০. সূরা আম্বিয়া : ১০৭

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গতা দান করলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকৃতি প্রদান করলাম।’[৩১]

ইসলাম হচ্ছে সর্বশেষ নবীর আনীত সর্বশেষ ধর্ম। তাই আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে ইসলাম-ধর্মকে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুওয়তের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হচ্ছে পবিত্র আল-কুরআন, যার যথার্থতা ও কার্যকারিতা আজ অবধি সুস্পষ্ট আকারে বিদ্যমান এবং আল্লাহর ইচ্ছায় কেয়ামত পর্যন্ত এভাবে বহাল থাকবে। যার অনুরূপ একটি আয়াত আজ পর্যন্ত কেউ রচনা করতে পারেনি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

‘হে নবী আপনি বলে দিন, যদি মানুষ ও জিনজাতি সর্বসাকুল্যে এ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়, কুরআনের অনুরূপ কোনো কিছুর অবতারণ ঘটাতে, তাহলে তারা কখনোই তা করতে সক্ষম হবে না। চাই তারা পরস্পর একে অপর থেকে এ ব্যাপারে যতই সহযোগিতা গ্রহণ করুক।’[৩২]

৩১. সূরা মায়েদা : ৩
৩২. সূরা ইসরা : ৮৮

খতমে নবুওয়াত-সংক্রান্ত হাদীসসমূহ[৩৩]

وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون. كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي.

১. হযরত ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্য থেকে ত্রিশ জন মিথ্যাবাদী আত্মপ্রকাশ করবে। তাদের প্রত্যেকে নিজেকে নবী বলে দাবি করবে। অথচ আমি খাতামুন্নাবিয়্যীন, আমার পরে আর কোনো নবী নেই।'[৩৪]

قال رسول الله صلى عليه وسلم لعلي : أنت مني بمنزلة هاورن من موسى إلا أنه لا نبي بعدي الخ.

২. হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা.-কে বললেন, 'মুসার পক্ষ থেকে হারুন যে (দায়িত্ব, মর্যাদা আর সম্পর্কের) স্থানে ছিলেন, আমার পক্ষ থেকে তুমি হলে সেই স্থানে; তবে (পার্থক্য এই যে,) আমার পরে কোনো নবী নেই।'[৩৫]

---

৩৩. সংযোজিত অধ্যায়

৩৪. *সুনানে তিরমিযী* : ২২১৯; *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ২৯৫২।

৩৫. *সহীহ বুখারী* : ৩৭০৬; *সহীহ মুসলিম* : ২৪০৪; *সুনানে তিরমিযী* : ৩৭২৪, ৩৭৩১।

তাবুক যুদ্ধে যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা.-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। আলী রা. জিহাদে না যেতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ওই কথা বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء, أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب.

৩. যুবায়ের ইবনে মুতয়িম রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমদ, আমি মাহী, অর্থাৎ আমার মাধ্যমে কুফুরী বিমোচিত হবে; আমি হাশির, আমার (যুগের) পরই মানুষকে হাশরের মাঠে একত্র করা হবে এবং আমি হলাম আকিব (অর্থাৎ যার পরে আর কোনো নবী নেই)।[৩৬]

إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين.

৪. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত এই যে, এক ব্যক্তি একটি সুরম্য গৃহ নির্মাণ করল, তবে এক কোণে একটিমাত্র ইটের শূন্যস্থান রাখল। লোকেরা গৃহটির চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল এবং তার সৌন্দর্যে চমৎকৃত হতে লাগল। তবে ওই কোণটি দেখে তারা বলতে লাগল, এই ইটটি কেন বসানো হয়নি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমিই হলাম সেই ইট এবং আমি হলাম খাতামুন্নাবিয়্যীন।'[৩৭]

---

৩৬. *সহীহ বুখারী* : ৩৫৩২, ৪৮৯৬; *সহীহ মুসলিম* : ২৩৫৪; *সুনানে তিরমিযী* : ২৮৪০।
৩৭. *সহীহ বুখারী* : ৩৫৩৫; *সহীহ মুসলিম* : ২২৮৬।

مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء عليهم السلام.

৫. জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত এই যে, এক ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করল এবং তা সুচারুরূপে সমাপ্ত করল, তবে একটি ইটের স্থান শূন্য রেখে দিল। এবার লোকেরা তাতে প্রবেশ করে তার নির্মাণকুশল দেখে চমৎকৃত হলো। কিন্তু ওই শূন্যস্থানটি দেখে বলতে লাগল, এই একটিমাত্র ইটের স্থান যদি শূন্য না থাকত!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি হলাম সেই শূন্যস্থানের ইট। আমি প্রেরিত হলাম এবং নবী আগমনের ধারা সমাপ্ত হলো।'[৩৮]

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ

৬. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে ছয়টি জিনিস দ্বারা অন্য নবীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে : ১. আমাকে ব্যাপক তথ্যপূর্ণ ও অর্থবহ বাণী দান করা হয়েছে; ২. আমাকে প্রবল প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে; ৩. আমার জন্য গনিমতের মাল হালাল করা হয়েছে; ৪. আমার জন্য মাটিকে পবিত্রকারী ও মসজিদ বানানো হয়েছে; ৫. আমাকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে; ৬. আমার মাধ্যমে নবীদের ধারা সমাপ্ত করা হয়েছে।[৩৯]

---

৩৮. *সহীহ মুসলিম* : ২২৮৭।

৩৯. *সহীহ মুসলিম* : ৫২৩।

عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ. قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ».

৭. আবু হাযিম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি পাঁচ বছর যাবৎ আবু হুরায়রা রা.-এর সাহচর্যে ছিলাম। তখন আমি তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাঁদের উম্মতকে শাসন করতেন। যখন কোনো একজন নবী ইন্তেকাল করতেন, তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোনো নবী নেই। তবে অনেক খলিফা হবে। সাহাবাগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদের কী নির্দেশ করছেন? তিনি বললেন, তোমরা একের পর এক করে তাদের বাইআতের হক আদায় করবে। তোমাদের ওপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করবেন ওই সকল বিষয় সম্বন্ধে, যেসবের দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল।[৪০]

فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا اشْفَعْ لَنَا أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ عِيسَى إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا. نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه

---

৪০ . *সহীহ বুখারী* : ৩৪৫৫; *সহীহ মুসলিম* : ১৮৪২; *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ২৮৭১; *মুসনাদে আহমাদ* : ৭৯৬০।

وسلم فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ

৮. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, '...তারা ঈসার কাছে এসে বলবে, হে ঈসা (আলাইহিস সালাম), আপনি আল্লাহর রাসূল এবং কালেমা, যা তিনি মারইয়াম আলাইহাস সালামের ওপর ঢেলে দিয়েছিলেন। আপনি রুহ, আপনি দোলনায় থেকে মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আজ আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি বলবেন, আজ আমার রব এত রাগান্বিত হয়েছেন, যার আগে কোনোদিন এরূপ রাগান্বিত হননি আর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি নিজের কোনো ত্রুটির কথা বলবেন না; বরং নিজেকে নিয়েই ভাবতে থাকবেন এবং বলবেন, নফসী, নফসী, নফসী। তোমরা অন্যের কাছে যাও। যাও, তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলবে, হে মুহাম্মাদ, আপনি আল্লাহর রাসূল, শেষ নবী। আল্লাহ তাআলা আপনার আগের-পরের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি?...'[৪১]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

৯. হযরত উকবা বিন আমের রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার পর যদি কোনো নবী আসত তাহলে উমরই নবী হতো।'[৪২]

---

৪১. *সহীহ বুখারী* : ৪৭১২; *সহীহ মুসলিম* : ১৯৫।

৪২. *তিরমিযী* : ৩৬৮৬; *মুসনাদে আহমাদ* : ১৭৪০৫।

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ

১০. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমিই সর্বশেষ নবী...।'[৪৩]

–قَالَ ابن أبي أوفى وقد سئل عن إبراهيم ابن النبي :« مَاتَ صَغِيرًا وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ»

১১. ইবনে আবি আউফা রা. থেকে বর্ণিত, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে ইবরাহীমের ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো; তখন ইবনে আবি আউফা রা. বললেন, সে ছোটবেলায় মারা গিয়েছে, যদি নবীজীর পর আর কোনো নবী আসতেন তাহলে তাঁর ছেলে বেঁচে থাকতেন। অথচ তাঁর পরে আর কোনো নতুন নবী আসবেন না।[৪৪]

৪৩. *সহীহ মুসলিম* : ১৩৯৪।

৪৪. *সহীহ বুখারী* : ৬১৯৪।